পড়া লেখা
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা
শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত
শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত

গল্প নহে গল্প না,
নয়ত নিছক কল্পনা ;
সত্যি তারা হারে,
চেষ্টা যারা ছাড়ে।
তাই, চেষ্টা করে পড়,
আর জীবনে হও বড়।

পড়া শেখা

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত
শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা ৯

প্রকাশক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

শিল্পী

শ্রীসমর দে

মুদ্রাকর

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

পরিবেশক

ইন্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোঃ
৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর—১৯৬২

পঞ্চম মুদ্রণ

ফেব্রুয়ারি—১৯৭৫—২০,০০০

দেখে দেখে পড়া শেখ
তারপর লিখে রেখ।

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ

রং দিয়ে ভরে দেবে
আরো ভাল মনে রবে

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ

অ আ—লাল রং ই ঈ—নীল রং উ ঊ—সবুজ রং
ঋ—হলুদ রং এ ঐ—বেগুনী রং ও ঔ—কাল রং কর।

লেখাগুলি দেখ দেখি
চেনাচেনা লাগে না কি

অ আ ই ঈ উ ঊ

ঋ এ ঐ ও ঔ

পড়

এই আও ওই এও

উই আই

ই আ ঈ অ ঋ উ

এ ও ঐ ঊ ঔ
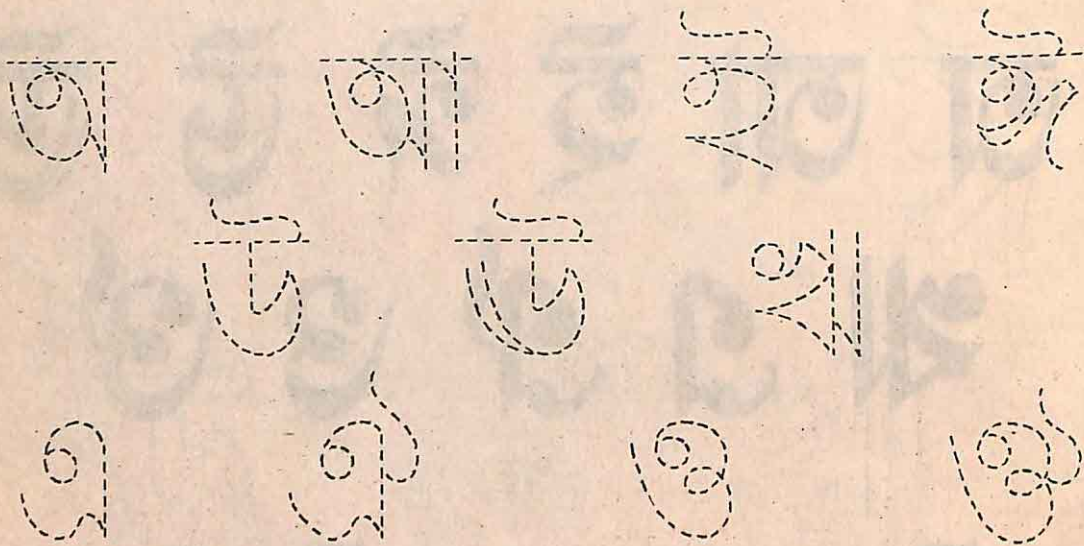
লেখা যদি শিখতে চাও
দাগের উপর হাত বুলাও

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ

এবার নিজে লেখ

বেশ করে চেয়ে দেখ
পড়ে পড়ে মনে রেখ

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল শ ষ
স হ ড় ঢ় য়
ৎ ং ঃ ঁ

নানা রকম রং দিয়ে অক্ষরগুলি ভরতে হবে

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল শ ষ

স হ ড় ঢ় য়

ৎ ং ঃ ঁ

লেখা যদি শিখতে চাও দাগের উপর হাত বুলাও

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল শ ষ

স হ ড় ঢ় য়

ৎ ং ঃ ঁ

চেন কিনা দেখ

ব র ক ধ ঝ

জ য য় ষ ঘ

ম স খ থ ফ

চ ঠ ট ঢ় ঢ

গ ল শ হ ছ

ঞ দ প ণ ন

ড ড় ঙ ভ ত

ৎ ং ঃ ঁ

পড়তে পার? চেষ্টা কর

শতদল ঢল ঢল
বয় জল ছল ছল
বড় ঘর পর পর
নটবর মর মর
ঝড় বয় শন শন
এস এস জনগণ
শশধর জলধর
আর এস হলধর
জহরত ঝলমল
বড় রথ টলমল
ঠগ কয় ধন হর
নর কয় ধর ধর
হয় জয় নয় লয়
সব জন এই কয়।

এত ঝড় বয়। ঘর
পড় পড় হয়। চল
আর নয়। ঝটপট ইট
আন। ইট কই? ঐ
খগ আর নব। পট
আর ঘট আন। নট
এস। তপন বই পড়।

গগন তল জলদ জল
সঘন হয় বরষ ভয়
সকল জন সচল মন
ভবন পর সতত ডর
জলদ দল বরষ জল।

ঐ ভরত আর গগন। এখন খবর বল।

জহর আর জহরত এক নয়। কমল আর

ভবপদ বস। এখন রতনগড় চল। তপন চল।

হলধর বই কই। এই বই লও। বই পড়।

চিনতে হবে, শিখতে হবে,
লিখতে কিছু নাই মানা ;
লেখা পড়া করতে হলে
এদের ছাড়া চলবে না।

★

সব কয়টি ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে সব স্বর-চিহ্নের উচ্চারণ মুখে মুখে শিখিয়ে নিতে হবে।

যেমন ▶

কা কি কী কু কূ কৃ কে কৈ কো কৌ

খা খি খী খু খূ খৃ খে খৈ খো খৌ

গা গি গী গু গূ গৃ গে গৈ গো গৌ

ইত্যাদি

বাবা কাকা ভাই ভাই
দাদা কয় যাই যাই।
মালাকর পালা গায়
ধামা ভরা চাল পায়।

সব ভাল

ঝাল ভাল টক ভাল
আর ভাল ছানা,
দাদা ভাল মামা ভাল
আর ভাল মনা,
কালা ভাল সাদা ভাল
আর ভাল লাল,
শাক ভাল মাছ ভাল
আর ভাল ডাল।

শমন দমন রাবণ রাজা,
রাবণ দমন রাম।

পড়

মা, খাবার দাও। আজ পড়া নাই। বাজার চল। ছাতা কই? ছাতা নাই। এটা কার বই? আমার বই নাই। দাদা যায়। মামা যায়। রানা ঢাকা যায়। বাবা দই আর খই খান। বাতাসা নাই। বাতাসা চাই, আর ছানা চাই। জামা দাও। আমার জামা ভাল। ধামা ভরা শাক। ডালা ভরা চাল। পান নাই। এবার একটা পান আন।

যে অক্ষরে আকার নাই
আকার বসিয়ে পড়ঃ

যেমন—টান, টানা।

জমা টাক ছাত তাল বাতাস কাক

দিদির চিঠি আজ পাব। রামরাজাতলায় দিদির বাসা। আমি যাব। ঐ একটা বড় টিকটিকি। মণি মাসি ভয় পায়। ঠানদিদির একটা আলমারি ছিল। তিনটা টিকটিকির বাড়ি ছিল আলমারিটা।

উত্তর মুখে বলে লিখতে হবে ঃ

দিদির চিঠি কবে পাব ? __________

রামরাজাতলায় কার বাসা ? __________

ঠানদিদির কি ছিল ? __________

বানান করে পড়তে হবে ঃ

রামরাজাতলা, দিদির চিঠি, টিকটিকি, আলমারি, মণি মাসি, ইলিশ মাছ, কবিরাজ মহাশয়।
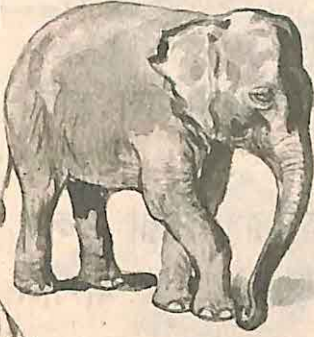
কলাবতী মা আমার
কমল কলি চায়;
লীলাবতী মাসি তার
চাদর দিল গায়।

হাতীর পাল নদীর জল খায়। নলিনী আজ বাড়ি যায়। মালী, মালা আন।

বানান না করে পড় ঃ

বাসনা, ভারত, ভারতী, লীনা, নিশিদিন।

শুনে শুনে লেখ ঃ

হাতীর বাড়ি ঘন বন। পরীদের রাণী। দিদির বাড়ি রামরাজাতলা। লীলাবতী আমার মাসি।

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
ঘুম দিল না,
তাই ত খুকুর নয়ন ভরা
ঘুম এল না।

কুকুর আসিল ছুটি
বিড়াল পলায়।
চিকুর বহিয়া জল
আপনি গড়ায়।

একদিন এক কুকুর এক টুকরা মাছ নিল। পুকুর পাড় নিরালা। তাই কুকুর পুকুর পাড় যায়। এটা কার মুকুর? টুনু মাসির মুকুর। নিও না। কানু মামা ফুল চায়। বল, ফুল নাই। মুকুল দাও। আজ দুপুর বড় গরম। রুণু এখন ঘুমাও।

বানান না করে পড়তে হবেঃ

কুকুর মুকুর ঠাকুর পুকুর
বিশু শিশু রুণু রিনু
বিনু নকুল পারুল।
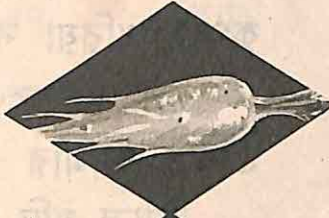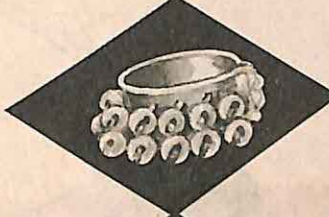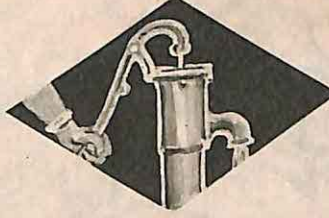
নূপুর পরিয়া ময়ূর
নাচ ঝম্ ঝম্
বাদল মাদল বাজায়,
তাল অনুপম ।

নল রয় কূপ নাই
নলকূপ নাম,
কহিল বিশুর মামা
কিবা তার দাম ?

মরুভূমি ভয়ানক জায়গা। উট ছাড়া মরুভূমি পার হওয়া যায় না। রূঢ় আচরণ ভাল নয়। বাজার যাও, মূলা আন। রাণী বড় ভাল। তার কত রূপ, কত গুণ। ওটা কী? ওটা তূণ। রূপনাথ রায় নূতন ভূষণ চান।

পড়ঃ মরুভূমি রূঢ় ভূপ
তূণ মূলা নলকূপ।

লেখঃ নূপুর পরিয়া ময়ূর
নাচ ঝম্ ঝম্।

সেনাপতি ডাকি কয়
শুন সব জন,
কৃপাণ ধরিয়া কর
এই দৃঢ় পণ—
ভারত আমার ভূমি
আসে যদি অরি,
তাহারে বধিব আমি
কৃপা নাহি করি।

কৃপাণ দিয়া শৃগাল বধ করিও না। কৃপ, তুমি কৃপা করিয়া বৃষটি আন। তৃণ ভরা মাঠ। বৃষ তৃণ খায়। কৃপণ টাকা জমায়। ঘৃণা করা ভাল নয়।

বানান শেখ :

কৃপা, মৃত, দৃঢ়তা, শৃগাল, মৃণাল, কৃষক, পৃথক,

নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করবে ঃ

যেমন ▶ বাড়ি ▶ আমি বাড়ি যাই।

▶ ভাত ____________________

▶ গাড়ি ____________________

▶ কৃষক ____________________

▶ বৃষ ____________________

মিলিয়ে শব্দ লিখতে হবে। দেখ কে কয়টা পার।

কাল	মিনি	ফুল	কৃপ
পাল	___	___	___
চাল	___	___	___
ডাল	___	___	___
লাল	___	___	___

কেউটে

কেদারা

কেশর

পেঁচা

কেদারা দেখিয়া হাসে
পেচক মশায়,
বসিতে বাসনা অতি,
সাহস না পায়।

কাকগুলি ভারি পাজি,
আসে তাড়া করে ;
আড়ালে বসিয়া তাই
উঁকি ঝুঁকি মারে।

আমাদের দেশের নাম ভারত। আমাদের জাতীয় পতাকায় তিনটি রঙ আছে। গেরুয়া, সাদা, আর সবুজ। ভারত খুব বড় দেশ। আমরা অনেক জাতি এদেশে বাস করি। আমরা মিলে মিশে থাকি। আমরা সবাই সুখী।

'নানা ভাষা নানা মত
নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে হের
মিলন মহান।'

শব্দ সংগ্রহ। মিলিয়ে শব্দ লেখ :

ঘর	কানা	বালিশ	ভূপ	নৃপ
পর	____	____	____	____
চর	____	____	____	____

বাক্য রচনা :

নাম ▶ আমার নাম রমা। বালিশ ____

ঘর ____ দই ____

জামা ____ কেদারা ____

কৈ দৈ বৈঠা পৈতা

শৈল বাবুর টাক মাথা,
তৈল মাখি তায় ;
পৈতা গলে নদীর ঘাটে
চান করিতে যায়।

বৈঠা হাতে বিশুর মামা
পৈঠা পরে বসে,
নৈহাটির দৈলা বাবু
মিটি মিটি হাসে।

শৈবাল বাবু নৈনিতালে থাকেন। তাঁর মামার নাম কৈলাস। কৈলাস বাবু ভাল চাটনী তৈয়ারি করেন। কৈরলা গাঁয়ের ভৈরব বাবু তেলকে তৈল বলেন। তাঁর গরু খৈল খায়। নাম শৈলী।

আগে মুখে মুখে উত্তর বলবে, পরে লিখবে ঃ

নৈনিতালে কে থাকেন? ________

কৈলাস বাবু কার মামা? ________

তিনি কি তৈয়ারি করেন? ________

কৈরলা গাঁয়ে কে থাকেন? ________

তেলকে ভৈরব বাবু কি বলেন? ________

ভৈরব বাবুর গরুর নাম কি? ________

গরু কি খায়? ________

বানান কর ঃ

শৈবাল, ভৈরব, কৈলাস, দৈবাৎ, নৈনিতাল।

কোকিল দোয়াত দোলনা দোপাটি

গাঁয়ের পথে

গাঁয়ের পথে সাঁঝ নেমেছে
দিনের আলো নাই,
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক উঠেছে
ঝোপের ভিতর তাই।
বেণু বনের আড়াল হতে
জোনাক উঁকি দিলে,
নীল আকাশের সুদূর বুকে
তারার মালা দোলে।
কেয়া ঝাড়ের পাশ ঘেঁসে ঐ
পথটি গেছে ঘুরে,

ঝালর ঘেরা পালকি চলে
গাঁয়ের পথে দূরে।
সরল যত চাষীর মেয়ে
আঁচল দিয়ে গলে,
সাঁঝের বাতি দেখায় এসে
তুলসী বেদিমূলে।
রাত দুপুরে শেয়াল ডাকে
শোনায় যেন গান,
ঊষার আলো জাগলে ওঠে
পাখির কলতান।

মজার লোক

কোলাপুরের ভোলানাথ বাবু খুব মজার লোক। তাঁর একটা ঘোড়া আছে। ঘোড়াটা আবার খোঁড়া।

একদিন একজন লোক এসে ঘোড়াটা চাইল শুনে ভোলানাথ বাবু মাথা চুলকান আর ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়েন। বলেন, আমি কি জানি।

লোকটি বলে—তবে কে জানে?

ভোলানাথ বাবু বলেন— ঘোড়া জানে। ঘোড়াকে শুধাও, ও যাবে কি না?

তখন লোকটি রাগ করে চলে গেল।

নিচের শব্দগুলি যা হতে পারে, ঠিক করে লিখে নাওঃ

- লকা ———
- লমক ———
- লসা ———
- লাক ———
- তাপা ———
- শিনি ———

মৌজাপাড়ার নিতাই চরণ
পুকুর কিনে ভাবে—
মৌরলামাছ চাই যে আমার
মাছ জিয়োতে হবে।

মাছের তরে নিতাই চরণ
নৌকা চালায় জোরে ;
পড়ল এসে একেবারে
বৌ-ভাসানির চরে।

বৌ-ভাসানির চরেতে ভাই
মৌমাছিদের বাসা,
হুল ফোটাতে আসছে তেড়ে
শিকার পেয়ে খাসা।

তাই না দেখে নিতাই চরণ
কেঁদেই হল সারা—
হে ভগবান, আমায় বাঁচাও
নইলে যাব মারা।

মৌরলামাছ মাথায় থাকুক,
ধরল বুঝি তেড়ে।
পিছন পানে তাকিয়ে নিতাই
নৌকা চালায় জোরে।

যেখানে যে শব্দ নাই বসাবে :

আমি ভোরে ঘুম থেকে ——। তারপর মুখ ——। কিছু খেয়ে পড়তে ——। নয়টায় চান ——। তারপর ভাত খেয়ে পাঠশালায় ——। চারটায় আমাদের ছুটি ——।

বাক্য রচনা :

যেমন ▶ লাঠি ▶ আমার লাঠি আছে।

ঘড়ি ▶ ——————

বাবা ▶ ——————

তালা ▶ ——————

বই ▶ ——————

খোকা ▶ ——————

দাদা ▶ ——————

ফাৎনা শরৎ চমৎকার

শরৎ আকাশ ছিল
অতি চমৎকার
হঠাৎ আসিল মেঘ
করিল আঁধার।
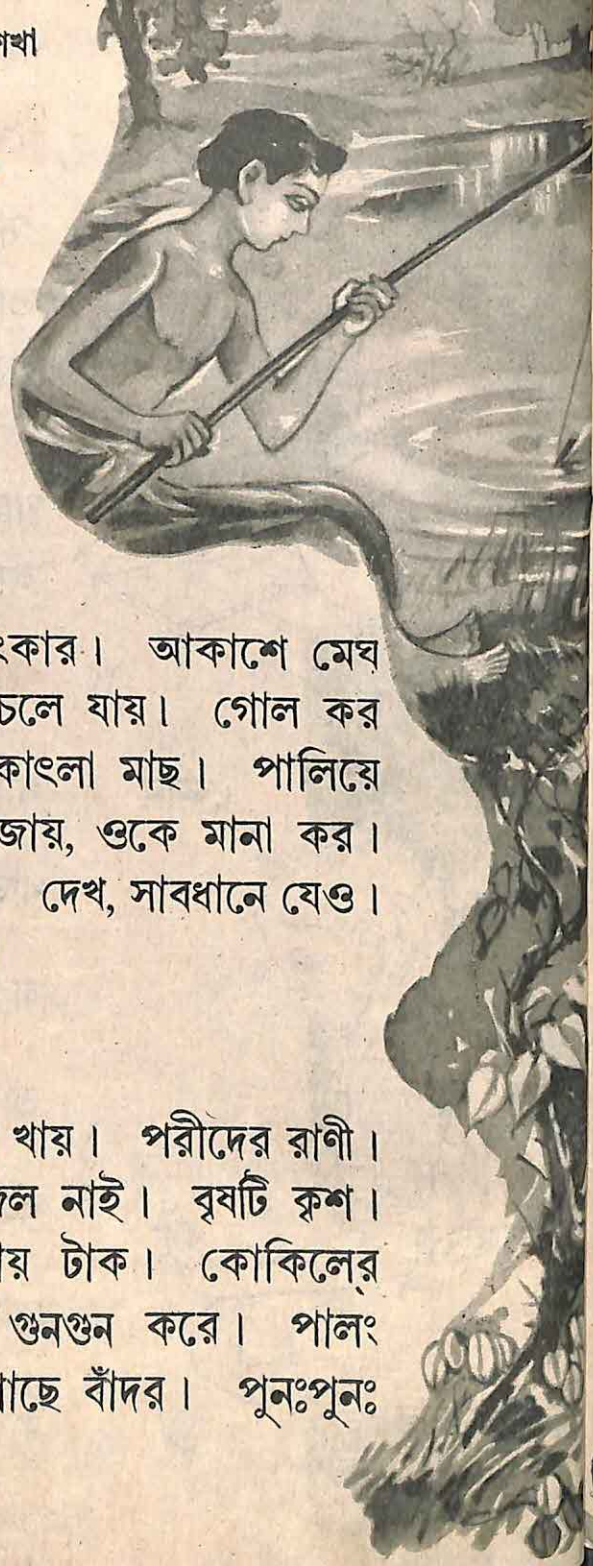
শরৎ কালের দিনগুলি ভারি চমৎকার। আকাশে মেঘ থাকে না। দৈবাৎ মেঘ এলেও চলে যায়। গোল কর না। ফাৎনা নড়ছে। মনে হয় কাৎলা মাছ। পালিয়ে যাবে। ঐ যে বাঁশীতে কে গৎ বাজায়, ওকে মানা কর। হঠাৎ কিছু বল না। বুঝিয়ে বল। দেখ, সাবধানে যেও। পিছল পথে কুপোকাৎ হতে পার।

দেখে দেখে পড়ঃ

বাবা কাকা ভাই ভাই। মণি চিনি খায়। পরীদের রাণী। ঘুম পাড়ানির গান। নলকূপে জল নাই। বৃষটি কৃশ। কেদারায় বস। শৈল বাবুর মাথায় টাক। কোকিলের এক নাম কোয়েল। মৌমাছি গুনগুন করে। পালং শাক আর চিংড়ি মাছ। বাঁশ গাছে বাঁদর। পুনঃপুনঃ কাজ কর।

সং পিংপং

চিংড়ি খেংরা

কিং কং

কিংকং দেখ ভাই
পিংপং খেলে,
টং টং করে বল
মারে অবহেলে।

হংকং হতে ওই
আসে চীনা মামা;
চিংড়ি, পিংড়ি শাক
আনে ধামা ধামা।

সং

ঐ শোন ঢং ঢং করে বারটা বাজল। এখন সং বেরোবে। শুনছি লং সাহেবের দলও এবার আসবে। লং সাহেব নিজেই সং সাজবেন। অনেক রকম রং মাখতে হবে। ভীড় হবে, জায়গা রেখো। অংশু তুমি বরং দুটা হংস কিনে আন। রাজ-হংস চাই। যে দলের সং ভাল হবে তাদের দেব। দাদাকে বরং ডেকে নিয়ে এস। তিনি ভাল মীমাংসা করেন। কংস সিংকে বংশ হাতে দরজায় থাকতে বল।

দুঃখ দুঃসহ দুঃশীল

নিঃসহায় অধঃপাত

দুঃশীল যে জন হয়
দুঃখ সে পায়
নিঃসহায় হয়ে শেষে
করে হায় হায়।

বড়ই দুঃসময়। দিন দিন দুঃসহ হয়ে উঠছে। আর কদিন এরকম গেলে দেখছি একেবারে নিঃসহায় হতে হবে। অতঃপর কি করব ভাবছি।

দুঃখীরাম শিরঃপীড়ায় তুমি অত কাতর হয়োনা। ঔষধ খাও। পীড়া নিরাময় হয়ে যাবে।

পড়তে হবে ঃ

দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃখ, চিংড়ি, মৌরলা, কোয়েল, নৈহাটি।

হাঁস বাঁশ

বাঁদর চাঁদ

বাঁদর কহিল ডেকে
শোন রে ভোঁদড়
কোথা গেল বল মোর
গায়ের চাদর !

সে কথা শুনিয়া হাঁস
উঠিল হাসিয়া ;
বাঁশের মাথায় দেখ
কহিল ডাকিয়া ।

বনভোজন

একবার আমরা বনভোজনে গিয়েছিলাম । একটা তেঁতুল গাছের নিচে খিচুড়ি চড়িয়েছি । এমন সময় জল এল। উনুন নিভে গেল । চারদিক আঁধার হয়ে এল। তেঁতুল গাছটা এত বড় যে, ভয় পেলাম। একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেয়ে সবাই সে দিকে ছুট লাগালাম।

ভুলু ছিল দলের ভিতরে সব চেয়ে ছোট। চাদরে বাঁধা পাঁঠার মাংস আর দইয়ের ভাঁড় নিয়ে আসতে বলে আমরা ছুটতে লাগলাম । ভুলু পিছলে পড়ে গেল । দই আর মাংস সব কাদায় ছিটকে পড়ল । সেবার বনভোজনের ভোজন আর হয়নি। বন দেখেই আমরা সেদিন ফিরে এসেছি।

মোতিবিল

—রবীন্দ্রনাথ

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল,
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ্ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে, ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকা বাঁকা।
কোথাও বা ধান খেত জলে আধো ডোবা,
তারি পারে রোদ পড়ে, কিবা তার শোভা।
ডিঙি চড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারি গান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

লোভী রাজা

এক রাজা। তাঁর কিছুর অভাব নাই। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। দাস দাসী লোকজনে রাজপুরী জমজম করে। হলে কি হয়, রাজার মনে সুখ নাই। শুধু ভাবেন—কি করে আরো টাকা হবে।

এক দিন এক সাধু তাঁকে বর দিলেন— রাজা যা ছোঁবেন তা-ই সোনা হবে। রাজা খুব খুশি। হাতীশালে ঢোকেন, হাতীর গায়ে হাত দেন, হাতীগুলি সোনার হয়। ঘোড়াশালে যান, ঘোড়াগুলি সোনার হয়।

এমনি করে চারদিক ঘুরে ঘুরে রাজার খুব খিদে পেল। বাড়ি এসে চান করতে যান। হাতে তেল ঢালেন, তেল সোনার তাল হয়ে যায়। গামছা ধরেন, গামছা সোনার পাত হয়।
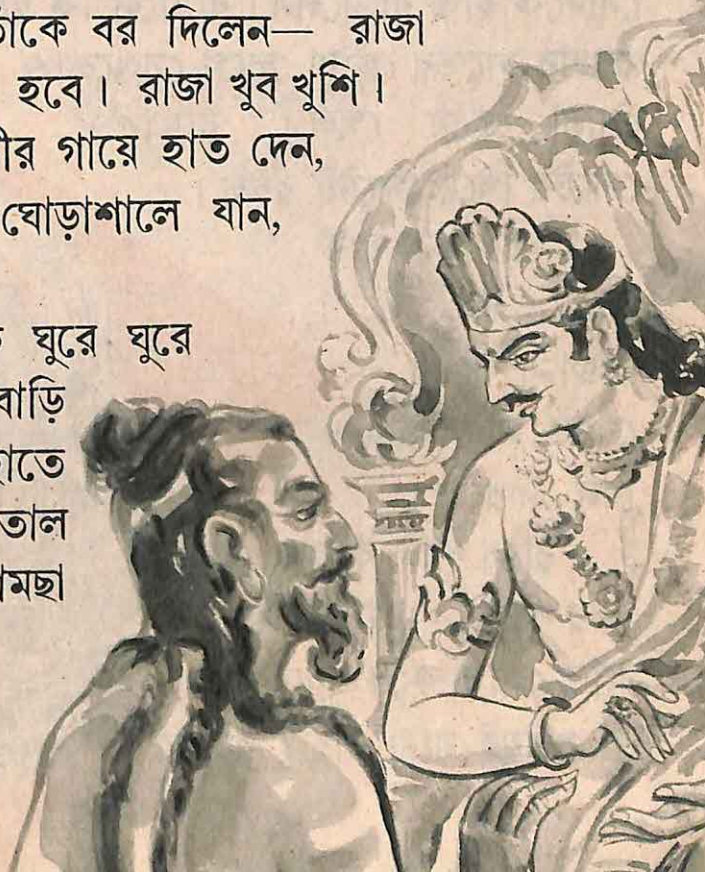
কি বিপদ! রাজা ভাবেন—চান না হয় না-ই হল, সোনা ত পেলাম। রাণীকে ডেকে ভাত দিতে বলেন। খেয়ে উঠেই আবার সোনা করতে বেরিয়ে যাবেন কিনা, তাই খুব তাড়াতাড়ি।

রাজা থালায় হাত দেন, থালা সোনার হয়। রাজা ভাবেন—ভালই হলো, রোজ রোজ খেতে বসে সোনার থালা পাবেন। রাজা ভাতে হাত দিলেন।

ওমা! একি ভাতও যে সোনার হয়ে গেল! সোনার ভাত কি কেউ খেতে পারে?

রাজা তখন আর যে-সব খাবার ছিল, সেদিকে হাত বাড়ালেন। বাড়ালে কি হবে! রাজার হাতের ছোঁয়া লেগে সেগুলোও সোনা হয়ে গেল। রাজার পেটের খিদে পেটেই রইল।

একদিন যায়,
দুদিন যায় —
রাজা না পারেন খেতে, না পারেন চান করতে।

রাজা খালি কাঁদেন আর বলেন,—হায়! হায়! অতি লোভ করে এবার বুঝি না খেয়েই মারা যাই! রাজার

দুঃখ দেখে সাধুর দয়া হল। তিনি রাজার কাছে এলেন।

রাজা কেঁদে বললেন,—ঠাকুর, খিদেয় মরে গেলাম ! লোভের সাজা পেয়েছি। আমাকে বাঁচান।

সাধু তাঁর বর ফিরিয়ে নিলেন। রাজার মুখে আবার হাসি ফুটল।

মুখে মুখে উত্তর দিতে হবে ঃ

১ রাজার মনে সুখ ছিল না কেন ?

২ রাজাকে কে বর দিলেন ? কি বর দিলেন ?

৩ বর পেয়ে রাজা কি করলেন ?

৪ রাজা খেতে গেলে কি কি হল ?

৫ তারপর রাজা কি করলেন ?

পালের নাও

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও
ঘরে আছে খোকা খুকি তাদের নিয়ে যাও।
কোন দেশে কোন গাছে হীরা-ফুল ঝরে,
কোন দেশে হীরামন পাখি বাস করে।
কোন দেশে রাজার মেয়ে খালি ঘুম যায়,
চাঁদ হাসে আর বহে হিমসিম বায়।
বাতাসেতে নড়ে চড়ে ঝালরের ছাতি—
ঝলমল ঝিক্‌মিক্‌ রতনের বাতি।
দুই পাশে দুই নদী মাঝে বালুচর,
সেইখানে নিয়ে যাও সাধু সদাগর।

—জসিমউদ্দিন

লালটুকটুকি

এক ছিল কাঠুরিয়া। তার ছিল এক মেয়ে। মেয়ের নাম টুকটুকি। ভারি আদরের মেয়ে। সব সময় লাল পোষাক পরে থাকে। তাই সবাই তাকে লালটুকটুকি বলে ডাকে।

লালটুকটুকিদের বাড়ির পিছনে গভীর বন। সেই বনের ভিতরে লালটুকটুকির দিদিমার বাড়ি। একবার তাঁর খুব অসুখ হল।

লালটুকটুকির মা অনেক ফল কিনে এনে বললেন,— টুকটুকি, তুমি এগুলো দিদিমাকে দিয়ে আসতে পারবে? লালটুকটুকি খুব খুশি হয়ে বলল,—পারব। তারপর ফলের সাজি নিয়ে দিদিমার বাড়ির দিকে রওনা হল।

মা বলে দিলেন,—শোন, খুব সাবধানে যাবে। দিনের
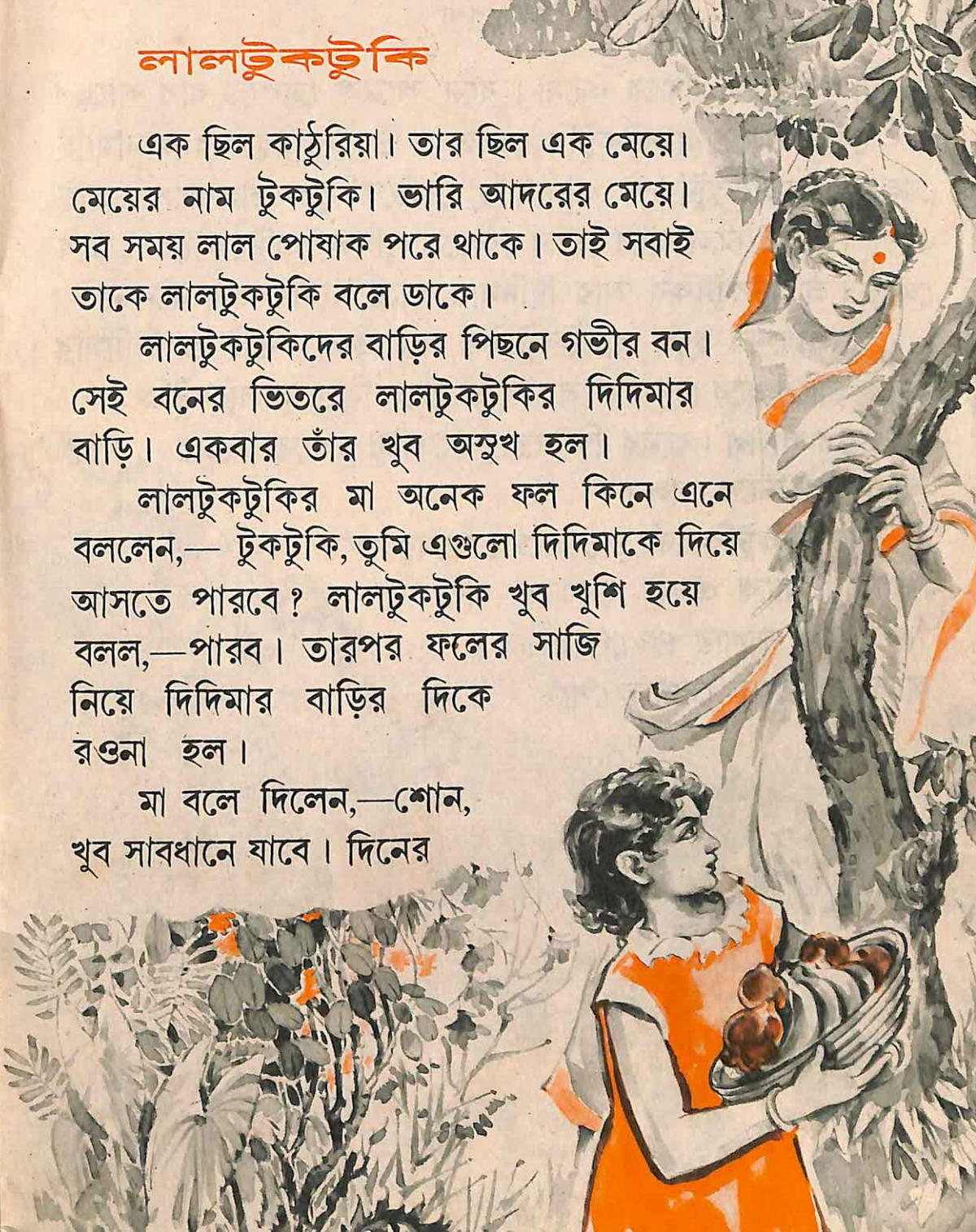
আলো থাকতেই ফিরে এসো। বনে অনেক নেকড়ে বাঘ আছে।

যেতে যেতে লালটুকটুকি দেখল— ওর সাথীরা সব কানামাছি খেলছে। লালটুকটুকিও কানামাছি খেলতে খুব ভালবাসে। তাই একটু খেলেই চলে যাবে ভেবে খেলতে লাগল। এদিকে বেলা ডুবে গেছে। লালটুকটুকির আর দিদিমার কাছে যাবার কথা মনে নাই।

খেলা শেষ হলে লালটুকটুকির মনে হল,—তাই ত, দিদিমার কাছে যেতে হবে যে! ফলের সাজি তুলে নিয়ে লালটুকটুকি দৌড়াতে লাগল। বনের ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতে দিনের আলোটুকু নিভে গেল।

লালটুকটুকি দৌড়ে চলেছে। পথের ধারে ঝোপের মাঝে একটা নেকড়ে বাঘ শিকারের আশায় ওৎ পেতেছিল। লালটুকটুকিকে দেখতে পেয়ে

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

বাঘ দেখে লালটুকটুকি ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। নেকড়ে বাঘটা লালটুকটুকিকে তেড়ে এলো। ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আর কি!

এদিকে লালটুকটুকির দেরী দেখে ওর বাবা ওকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। লালটুকটুকির গলা শুনতে পেয়ে দৌড়ে এলেন। তারপর হাতের কুড়ুল দিয়ে নেকড়েটাকে মেরে ফেললেন। আর একটু হলেই লালটুকটুকি সেদিন বাঘের পেটে যেত!

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

মুখে মুখে উত্তর দিতে হবে:

১. লালটুকটুকি কেন নাম হল?
২. লালটুকটুকি কেন দিদিমার বাড়ি যেতে চাইল?
৩. মা তাকে কি বলেছিলেন?
৪. কে লালটুকটুকিকে নেকড়ে বাঘের হাত থেকে বাঁচাল?
৫. লালটুকটুকি কি মা'র কথা শুনেছিল?
৬. না শুনে কী বিপদে পড়েছিল?

পড়া লেখা
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা
শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত
শ্রীপ্রদ্যোত গুপ্ত